



## Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)

A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture

Volume - vi, Issue - i, Published on January issue 2026, Page No. 927 - 931

Website: <https://tirj.org.in/tirj>, Mail ID: [editor@tirj.org.in](mailto:editor@tirj.org.in)

(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 – 0848

# মহিলাদের শিক্ষা সমতা ও ভোটাধিকার

ড. শুক্লা ভট্টাচার্য

সহযোগী অধ্যাপিকা

পূর্বস্থলী কলেজ, পূর্ব বর্ধমান

Email ID: [sukwbsu@gmail.com](mailto:sukwbsu@gmail.com)



Received Date 20. 01. 2026

Selection Date 10. 02. 2026

### Keyword

ভোটাধিকার,  
শিক্ষা,  
সংবিধান,  
স্বাধীনতা।

### Abstract

The women's contribution was for our countries freedom which came from many struggles. Equal rights for all were Recognized from the very beginning starting with the Indian constitution. The well-educated female were involved with many organization's and associations like stiring. There were many literate women holding various high position in administration and politics long before the independence. These literate women influenced the field of constitution making for these reason women gained suffrage scenes the independence. Various commissions have recommended compulsory education after the independence and continue to do so. Neutrality in term of religion cast and color is ensured in educational institutions as mentioned in the constitution. well educated women advocated for the property rights included inheritance in the constitution. However Muslim girls are still not receiving proper education and many are ensuring conjugal life at a young age. Committees like the Hansa Mehta committee, the Bhakta Batsalam committee and others were formed to promote education for all female in India free and compulsory education mid-day meals and other opportunities have contributed to the development of girls.

### Discussion

বৈপ্লবিক আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে ভারতের মহান স্বাধীনতা লাভ আর সেই সঙ্গে যা পাওয়া গেল তা হল ভারতীয়দের বর্ণ-ধর্ম এবং লিঙ্গ নির্বিশেষে সকলের সমান অধিকারের স্বীকৃতি। ভারতের সংবিধানের প্রস্তাবনা এবং তার বিভিন্ন ধারা-উপধরায় সকলের জন্য মৌলিক অধিকার এবং আইনের চোখে দেশের বিকাশের লক্ষ্যে মহিলাদের সমান অধিকারের স্বীকৃতি স্বীকার করা হয়েছে। ভারতীয় মহিলাদের যে গৃহে বন্দীদশা সেখান থেকে তাদের স্বাধীনতার আন্দোলনে যুক্ত করা এবং ব্রিটিশদের দেশ থেকে তাড়ানোর কাজে সংঘবদ্ধ করা যেখানে অবশ্যই গান্ধীজীর একটা ভূমিকা ছিল যা পরাধীন ভারতের এক উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। এই স্বাধীনতা আন্দোলনের পতাকার নিচে ভারতের বিভিন্ন সামাজিক পটভূমির মহিলারা সমবেত হন তাদের সামাজিক রাজনৈতিক অর্থনৈতিক নিপীড়নের বিরুদ্ধে নিজেদের মুক্তির লক্ষ্যে।

জাতীয়তাবাদী এবং বিপ্লববাদী স্বাধীনতা সংগ্রামীদের স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে আরেকটি বিষয় গুরুত্ব পেয়েছিল আর তা হল মহিলাদের সমতার অধিকার। স্বাধীনতা আন্দোলনে মহিলাদের অংশগ্রহণের মধ্যে দিয়ে তাদের অধিকার যা কিনা সংবিধানের মৌলিক অধিকারের স্বীকৃতিতে গুরুত্ব পেয়েছিল। ১৯৩১ সালের ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের করাচি অধিবেশনে সংবিধানের মৌলিক অধিকার নিয়ে খসড়া রচনা করা হয়। এই রেজোলিউশনেখুব স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয় ভারতীয় নাগরিকদের সকলেই তা সে যেকোন ধর্ম-বর্ণ-লিঙ্গ বা অন্য যেকোনো বিভাগের মানুষ হোন না কেন, সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক সমস্ত ক্ষেত্রে সমান সুযোগ পাবে। এই রেজুলেশনের ক্ষেত্রে ভারতের ‘ওমেঙ্গ ইন্ডিয়া অ্যাসোসিয়েশন’ মাদ্রাজ খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল এবং এরা শুধু ভারতের জন্য নয় আন্তর্জাতিক স্তরে প্রাপ্তবয়স্ক মহিলা ভোটাধিকার নিয়েও সংগ্রামের অংশগ্রহণ করেন।

করাচি সম্মেলনের বহু আগে ১৯১৮ থেকে এই সংগঠন মহিলাদের ভোটাধিকারের জন্য আন্দোলন করে যাচ্ছিল। যাকরাচি রেজোলিউশনে গৃহীত হয়। তার আগে ভারতের তিনটি প্রদেশে এই অ্যাসোসিয়েশন তাদের লড়াইয়ে জয় লাভ করে, ১৯২৬ সালে মুথুলক্ষ্মী রেড্ডি মাদ্রাজ আইনসভাতে প্রথম নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসেবে যোগদান করেন। গোটা বিশ্বজুড়েই মহিলাদের মধ্যে প্রতিনিধিত্বমূলক আন্দোলন লক্ষ্য করা গিয়েছিল লিঙ্গ নির্বিশেষে সমতার জন্য।<sup>১</sup> ভারতবর্ষে ১৯৩৫ সালে ব্রিটিশ শাসনের সময় একটি মডেল সংবিধানের প্রস্ততি নেওয়া হয়েছিল। ভারতবর্ষের জন্য এই আইনে বলা হয়েছিল -

১. মহিলাদেরক্ষেত্রে তাদের বাবা বা স্বামীর জন্য তারা ভোটাধিকার পাবে।
২. মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে একজন মুসলিম মহিলা নির্বাচনের জন্য ভোট প্রার্থী হতে পারবেন
৩. এস সি, এস টি অঞ্চলে একজনমহিলা ভোটপ্রার্থী থাকবেন।

এতে করে বোঝা যায় - কেবলমাত্র সেই সেই অঞ্চলেই আঞ্চলিক মানুষজনেরাই কেবল ভোট দেবে, এই মহিলারা সাধারণ ভোটারদের ভোট পাবেন না। এইসবের উপর ভিত্তি করে ১৯৩৭ সালের বিধানসভা নির্বাচনে আরো কিছু বিধি-নিষেধ চাপানো হয় যে -

১. হিন্দু মুসলিম শিখ এসসি এসটি এই সব মিলিয়ে বিভিন্ন প্রদেশ থেকে ৪১ জন মহিলা নির্বাচিত হয় যা সমগ্র ভারতের নির্বাচিত সদস্যের নিরিখে ৪. ৩ ৭ শতাংশ মাত্র।
২. সমগ্র নির্বাচনী ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় ভোটের ক্ষেত্রে নয়জন মুসলিম সিট একজন করে শিখ অ্যাংলো ইন্ডিয়ান এস সি এসটি তার ২৭ জনের জেনারেল কোটা।

সাধারণ ও পিছিয়ে পড়া মহিলাদের সাম্যের অধিকার সুনিশ্চিত করতে সজ্জবদ্ধ ভাবে মহিলারা আন্দোলন শুরু করেন এবং তাদের বক্তব্য ছিল আলাদাভাবে মহিলাদের নির্বাচনের ব্যবস্থা করা। ১৯৩৯ সালে তৈরি হয় একটি সাব কমিটি যা জাতীয় পরিকল্পনা কমিটির অংশ এবং এখান থেকে প্রকাশিত হয় ‘women's role in a planned economy’ অর্থাৎ জাতীয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় মেয়েদের স্থান নিশ্চিত করা। সমতা ও ভোটাধিকারের আন্দোলনকারীরা শিক্ষিতা মহিলারা এই সাব কমিটির সদস্য ছিলেন। এই মহিলা সদস্যদের একটি বিশেষ দাবি ছিল, ২১ বছর বা তার উর্ধ্বে সমস্ত মহিলাদের ভোটের অধিকার নিশ্চিত করা। যদিও সংরক্ষণ বাদিরা মহিলাদের ভোটাধিকারস্বীকার করতেন না। এই সংরক্ষণশীলদের মধ্যে আবার অনেকে সেই সব মহিলাদের ভোটাধিকার স্বীকার করেন যাদের স্বামী বর্তমান এবং একটি পৃথক নির্বাচনী বডির মাধ্যমে তা হবে। কিন্তু এই অর্থনৈতিক পরিকল্পনা কমিটির মহিলারা পৃথক ইলেকট্রন বডির বিরুদ্ধে ছিলেন তার কারণ তারা সমাজের সবক্ষেত্রে অর্থ-সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অর্থাৎ জীবনের প্রতিক্ষেত্রে সমতার জন্য আন্দোলন জারি রাখার পক্ষে ছিলেন।<sup>২</sup>

বিশ্বজুড়ে সার্বজনীন ভোটাধিকার আন্দোলন ত্রুমাগত তীব্র হচ্ছিল এই আন্দোলনকারীদের মধ্যে নেতৃত্ব স্থানীয় কিছু সদস্য ১৯৪৬ থেকে ৪৭-এর বিধানসভা নির্বাচনে প্রদেশ থেকে নির্বাচিত হয়ে আসেন কেবলমাত্র এই মহিলা সংগঠনের সদস্যদের মধ্যে থেকে ১৫ জন মহিলা জিতে আসেন। এদের মধ্যে ১৪ জন সাধারণ কোটা আর একজন মুসলিম কোটা থেকে আসেন। কিন্তু যেটা লক্ষ্য করার বিষয় তা হল এদের মধ্যে কেউই সংবিধানের ড্রাফ্ট কমিটির সদস্য ছিলেন না। এই

ড্রাফট কমিটির প্রধান ছিলেন আশ্বেদকর। কিন্তু এই সদস্যরা বিভিন্ন সাব-কমিটি ও বিভিন্ন অ্যাডভাইসারি কমিটিতে সদস্য হিসেবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ধীরে ধীরে এইসব নির্বাচিত মহিলারা বিধানসভার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে শুরু করেন। যদিও মহিলারা সংখ্যায় কম ছিলেন তথাপি তাদের বক্তব্য এতটাই জোরালো ছিল যে তাদের বক্তব্যের বিষয়গুলি প্রতিটি সভাতে গুরুত্ব পেত। নিজেদের অধিকার প্রান্তিক মানুষের অধিকার মৌলিক অধিকার প্রাপ্তবয়স্ক মহিলাদের ভোটাধিকার ইত্যাদি বিষয়গুলি তাদের আলোচনায় প্রাধান্য পেত। এই লড়াই আন্দোলনের ক্ষেত্রে নির্বাচিত সদস্য হিসেবে রাজকুমারী অমৃত কাউর প্রত্যক্ষভাবে সুযোগ পেয়েছিলেন তিনি সংখ্যালঘু কমিশনের সদস্য হওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন যে কমিটির কাজই ছিল মৌলিক অধিকারের বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা ও সুপারিশ করা।

মহিলা অ্যাসোসিয়েশনকে সঙ্গে নিয়ে রাজকুমারী অমৃতকাউর পৃথক নির্বাচক মণ্ডলীর বিষয়ে বিরোধিতা করতে থাকেন। নির্বাচক মণ্ডলীর মাধ্যমে রক্ষণশীলরা এবং ইংরেজরা যারা তখন ভারতের সরকারে ছিলেন তাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল জাতিগত দাঙ্গা তৈরি করা এবং সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করা। সেই সময় অমৃত কাউরের বক্তব্য ছিল যদি সমগ্র ভারতের সকল মহিলাকে ধরা হয় তবে মহিলারাই হবে একটি বড় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়। যেহেতু আইন হল শক্তিশালী মাধ্যম আর তাই তাকে কঠোরভাবে মান্যতা দিতে হবে সেই সঙ্গে তিনি আরো বলেন আমরা মেয়েরা বিশেষ কোন সুবিধা চাইছি না আইন অনুযায়ী আমরা চলতে চাই। আর প্রচেষ্টার সফলতা হলো এই বিষয়গুলি মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত উপদেষ্টা কমিটিতে গ্রহণ করা হয়েছিল। এখানে আরও একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় ছিল যে কাউরের সঙ্গে হংস মেহতা একযোগে সাম্রাজ্যবাদী পৃথক নির্বাচক মণ্ডলীর বিরোধিতা করেছিলেন। ফলে স্থির হয় পরের বিধানসভা অধিবেশনে এটি আলোচিত হবে। মহিলা সংরক্ষণের বিষয়টি ১৯৪৮ থেকে ৪৯ পর্যন্ত ভারতের গণপরিষদের কাছে একটি বিতর্কের বিষয় হয়েছিল।

বেগম আইজাজ রসুল ছিলেন ভারতের একটি প্রদেশের একটি মহিলা কেন্দ্রের একজন নির্বাচিত প্রতিনিধি। যিনি স্বাগত জানিয়েছিলেন মহিলাদের সংখ্যালঘুদের এবং পিছিয়ে পড়াদের জন্য মৌলিক অধিকারের বিষয়ে। রাসুল ৮.১১.১৯৪৯ এর 'Draft constitution' এর আলোচনা সভায় এই সমতার বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন। ২৫.৫.১৯৪৯ এর সংখ্যালঘু কমিটির রিপোর্টের আলোচনা সভাতে মৌলবাদী মুসলিম নেতৃবৃন্দের কাছে মহিলা সংরক্ষণের ব্যবস্থাটি নিশ্চিত করতে আবেদন করেন। দেশের আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নিয়ম অনুযায়ী মৌলিক অধিকার ও মহিলাদের ক্ষমতার বিষয়ে সংখ্যা গরিষ্ঠদের দায়িত্ব নেওয়ার কথা বলেন ৬.১২.৪৬ হংসমেহতা বলেন আমরা যেমন সমতার কথা বলছি, সেই সঙ্গে এটাও উল্লেখযোগ্য যে মহিলা ও পুরুষদের মধ্যে সমতা পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও বোঝাপড়া ছাড়া সম্ভব নয়।<sup>৩</sup>

১৮.৭.৪৭ সারা ভারত মহিলা সংগঠনের সভাপতি রেনুকা রায় বলেন মহিলারা শতকের পর শতক ধরে অত্যাচারিত নিপীড়িত। তাদের জীবনে আলোর অভাব শুধুই অন্ধকার অবক্ষয় পরাধীনতা এবং অধঃপতনের দায়ে তারাও যে সমাজের একটি বড় অংশ তাদের বাদ দিয়ে সমাজ চলবে না, এই ধারণা করতেই তারা ভুলে গেছে। রাধার পরে খাওয়া আর খাওয়ার পরে রাধা এই যেন তাদের জীবন হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তিনি আরো বলেন মহিলারা যে সামাজিক ও আইগত অধিকারের অধিকারী তা বোঝার মত ক্ষমতা ও তারা হারিয়েছে। মহিলাদের এই সমতার জন্য যে লড়াই তা অনেকটাই প্রভাবিত হয়েছে স্বাধীনতার আন্দোলনের দ্বারা। শ্রীমতি রেনুকা রায়ের নেতৃত্বে যারা ড্রাফ্ট সংবিধান কমিটিতে অংশগ্রহণের সুযোগ পেয়েছিলেন তারা সাম্প্রদায়িক ও প্রতিক্রিয়াশীলদের সঙ্গে লড়াই করেন মেয়েদের সমতার অধিকার এবং ভোটাধিকারের জন্য। তারা মেয়েদের বিভিন্ন জরুরি প্রয়োজনগুলি শুধু নয় বিবাহ সম্পত্তির অধিকার উত্তরাধিকার ইত্যাদি বিষয়েও সচেতন ছিলেন এবং বক্তব্য পেশ করেন সমাজে সুষ্ঠুভাবে বেঁচে থাকার যে প্রয়োজনগুলি সেইসবের স্বীকৃতির জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। যার প্রভাব আমাদের মূল সংবিধানে আমরা দেখতে পাই।<sup>৪</sup>

সেই সময় দাঁড়িয়ে ঠিক হয়েছিল সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার নিশ্চিত করতে বর্ণ বা সম্প্রদায়ের মহিলাদের মধ্যে কোন বিভাজন থাকবে না। স্বাধীনতার বহু আগে থেকেই আন্দোলন সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে এই সমতার অধিকার বা প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটাধিকার আদায় হয়েছিল। বর্তমান কর্তৃত্ববাদী সরকারগুলি এই সমতার অধিকারের বিষয়টিকে হুমকির চোখে দেখে এবং তারা ধর্মীয় মূল্যবোধকে সঙ্গে নিয়ে চলতে চায়। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য হল যে

অগণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নাগরিকত্ব সংশোধন আইন প্রণীত (২০১৯) হয় এবং এর মধ্যে দিয়ে দেশের নাগরিক বিশেষত মহিলাদের অধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে এটা একটি অবাধ করা বিষয় যে একই দেশে থেকেও স্বাধীন ভারতে মুসলিম মহিলাদের অধিকার গর্বিত হচ্ছে। তাই আমাদের সকলের উচিত হবে মুক্ত মনে ও যুক্তি সহযোগে যেসব মহিলারা অত্যাচারিত হচ্ছেন বা অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন ভারতীয় সংবিধানের উপর ভিত্তি করে সেইসব মহিলাদের পাশে দাঁড়ানো। তাদের সমর্থন দেওয়া তাদের লড়াইয়ে অংশীদার হওয়া এবং তাদেরকে সাহায্য করা।<sup>৬</sup>

দেশের সার্বিক উন্নতির ক্ষেত্রে নারীদের অবদান অপরিসীম। মহিলারাই তাদের শিশুদের সুন্দরভাবে গড়ে তোলার মধ্যে দিয়ে ভবিষ্যতে দেশকে অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির পথে নিয়ে যেতে সাহায্য করে। তার জন্য প্রয়োজন নারী শিক্ষার উপযুক্ত বিস্তার। প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতে সামাজিক সত্তা হিসেবে মেয়েদের নাগরিকত্ব কোন আইন ছিল না আইনের চোখে তাদের মর্যাদা ছিল নিচের দিকে। নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্রাহ্মসমাজ (১৮২৮) প্রার্থনা সমাজ (১৮৩৬) আর্য সমাজ (১৮৭৫) এদের অবদান বিশেষভাবে স্মরণীয়। তবে চিরাচরিত ভারতে মেয়েদের জন্য সতীদাহ প্রথার বিরোধী আইন (১৮২৯), হিন্দু বিধবা বিবাহের আইন ১৮৫৬ সালে পাশ হয়, এই সময় ব্রিটিশ সরকার উডের ডেসপ্যাচ এর মাধ্যমে গ্রান্ট ইন এড দিয়ে ভারতের নারী শিক্ষা প্রসারের উল্লেখ করেন।

মহাত্মা গান্ধী স্বাধীনতা সংগ্রামের মূলধারায় মহিলাদের ডেকে এনেছিলেন। তিনি বলেছিলেন শিক্ষায় নারীদের পুরুষের সমান ও প্রয়োজনে অতিরিক্ত সুযোগ প্রদান করা কর্তব্য। এ কথা মানবাধিকার সংক্রান্ত প্রশ্নের ক্ষেত্রে যেমন সত্য তেমনি দেশের ও জাতির সামগ্রিক মঙ্গলের ক্ষেত্রেও সত্য। ১৯৪২ সালে প্রকাশিত হয় মহাদেবী ভার্মার বই 'শৃঙ্খলা কিকাড়িয়া'। তিনি দেখিয়েছেন এখানে পূজা করা হয় দেবী মাকে আবার পরিবারে কার্যতে বন্দীদশায় কাটাতে হয় মহিলাদের। ভারতীয় সমাজে মহিলাদের মধ্যে দু-ধরনের মনোবৃত্তির উল্লেখ করেছেন মহাদেবী ভার্মা।

১. একটা বিরাট অংশ মানতেনই না যে তারাও মানুষ এবং স্বাধীন ব্যক্তিত্ব।

২. অন্যদিকে যারা সুযোগ-সুবিধার প্রশ্নে কিছুটা পুরুষদের সমপর্যায়ে তাঁরাও পুরুষের চোখ দিয়েই জগৎটাকে দেখেন।

ভারতীয় সংবিধানে নারীর সঙ্গে পুরুষের সমান অধিকারের কথা স্বীকার করা হয়েছে। স্বাধীন ভারতে নারীর সঙ্গে পুরুষের সমান অধিকারের কথা স্বীকার করা হয়েছে। স্বাধীন ভারতের নারীর আত্মমর্যাদা বোধ আত্মবিশ্বাস জাগানোর জন্য সামাজিক অর্থনৈতিক রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নারীর অবদান স্বীকার করা হয়েছে। ভারতীয় সংবিধানে প্রথম থেকেই নারীর ভোটাধিকার স্বীকার করা হয়েছে। যদিও আমরা জানি ইংল্যান্ডের রানী এলিজাবেথের ভোটাধিকার ছিল না। ১৯২০ সালে তার ভোটাধিকার স্বীকৃত হয় তাও সোভিয়েত ইউনিয়নের জন্য। স্বাধীন ভারতের প্রথম শিক্ষা কমিশন (১৯৪৮) এ বলা হয়েছে 'they are cannot be an educated people without education of women' সেই সঙ্গে শিক্ষিকাদের বেতন ও চাকরিগত সুযোগ-সুবিধা শিক্ষকদের সমান হবে। ২০০৯ সালে ৮-১৪ বছরের সকল ছেলেমেয়েদের সর্বজনীন অবৈতনিক বাধ্যতামূলক শিক্ষা আইন পাশ হয়। হবে Mid-day Meal এখন অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত চলছে। সেই সঙ্গে একটি পাইলট প্রজেক্টের কথা বলা হচ্ছে যাতে করে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত মিড-ডে মিল দেওয়া যায়।<sup>৭</sup>

শিশু কন্যাদের রক্ষার জন্য ২০২০ সালে আইন পাস করে জাতীয় আয়োগআর তা হলো 'standard operating procedure for care and protection of children in street situation' মহিলাদের বিরুদ্ধে হিংসাকে সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক মানবতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো এবং কাঠামোগত লিঙ্গবৈষম্য ঘোচাতে যে আইন হয় তা হল Pre-conception of pre-natal diagnostic techniques - 1994' যদিও হিংসা মোকাবিলায় বাজেট বরাদ্দ খুবই কম।<sup>৮</sup>

COVID - 19 সংকটকালে বয়স্কিতে উপনীত মেয়েদের ক্ষেত্রে শিক্ষাগত অসাম্য বৃদ্ধির উপর আলোকপাত করেছে ইউনেস্কো প্রকাশিত 'GLOBAL EDUCATION MONITORING REPORT - 2021' তাদের পরিসংখ্যান মোতাবেক অতিমারির পর্ব শেষ হওয়ার পর অন্তত ১১ মিলিয়ন ছাত্রী আর স্কুলে ফিরবে না, যাদের বয়স ১২ থেকে ১৭ বছরের মধ্যে। হিংসা ও নির্যাতনের ঘটনা কমানোর জন্য নতুন নতুন বিধি নিয়মের সঙ্গে আইন বলবৎ কারী সংস্থাগরিব সমাজ এই মেয়েদের সক্ষমতা ও সাক্ষরতা বৃদ্ধিতে সক্রিয়। ২০১৮ সালের ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে নীতি (NITI)

আয়োগ তাদের অগ্রণী প্রয়াস 'women entrepreneurship platform' (WEP) এর সূচনা করে। এটি সর্বভারতীয় কর্মসূচি যা মহিলাদের স্বনির্ভর করার জন্য চালু করা হয়েছে। সাক্ষরতা ও স্বনির্ভরতার জন্য একযোগে কেন্দ্র ও রাজ্যকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। তাতে করে নারীর উন্নতি শুধু নয় সমগ্র দেশের উন্নতি সম্ভব হবে।

#### Reference:

১. দেশাই, মীরা, *এ ডিফেন্ড ওম্যানস মুভমেন্ট ইন ইন্ডিয়া*, বম্বে, হিমালয় পাবলিশিং হাউস, ১৯৪৪ পৃ. ৪২
২. ভট্টাচার্য, সুকুমারী, *প্রাচীন ভারতে নারী ও সমাজ*, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১০ পৃ. ৪-৫
৩. আগরওয়াল, জে.সি, *ডেভেলপমেন্ট এন্ড প্ল্যানিং অফ মডার্ন এডুকেশন*, বিকাশ পাবলিশিং হাউস প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৭, পৃ. ২৭
৪. কুমার, রাধা, *হিন্দি অফ ডুইন অ্যান ইলাস্ট্রেটেড একাউন্ট অফ মুভমেন্ট ফর ওমেস রাইট*, ১৯৯৩, পৃ. ১২৭
৫. গুপ্তা, আশা, *এডুকেশন ইন দি টয়েন্টি ফাস্ট সেঞ্চুরি*, শিপ্রা পাবলিকেশন, ২০০৮, পৃ. ১১৯
৬. শর্মা, মমতা, *যোজনা জাতীয় মহিলা কমিশন মাসিক ম্যাগাজিন*, ২০১২ পৃ. ২২
৭. সিনহা, সচিন্দ্রানন্দ, *ওমেস রাইট উইথ অ্যান্ড রিয়ালিটি*, জয়পুর পাবলিশিং, ১৯৮৪, পৃ. ৭৮